ছোটদের ঈমান সিরিজ ৩

আসমান থেকে এলো কিতাব

সমর্পণ

ই | ইসলামি বই

যে গল্পগুলো থাকছে...

১। জিবরীল এলেন ওহি নিয়ে
২। ধবধবে সাদা কিতাব
৩। পারল না কেউ চ্যালেঞ্জ নিতে
৪। এক মলাটে কুরআন কারীম
৫। শুনলে কুরআন জুড়ায় প্রাণ
৬। শয়তান যখন চোরের বেশে
৭। এলাকাবাসী দৌড়ে এলো
৮। খুলে গেল এগারো গিঁট
৯। নূরের মুকুট
১০। ভিজল দাড়ি চোখের জলে
১১। ফেরেশতারা এলেন নেমে
১২। কুরআন দিয়ে জীবন গড়ো

facebook.com/groups/islamiboiBD

১

জিবরীল এলেন ওহি নিয়ে

হেরা পাহাড়ে একটি গুহা ছিল। গুহাটি ছিল বেশ নির্জন। শুনসান। ওখান থেকে বাইতুল্লাহ দেখা যেত। নবিজি প্রায়ই সেখানে যেতেন। ওখানে তিনি ইবাদাত করতেন। চিন্তা-ভাবনা করতেন। বারবার কা'বার দিকে তাকাতেন। আর আল্লাহর কথা ভাবতেন।

অনেক দিন এভাবে কেটে গেল। হেরা গুহায় হঠাৎ অচেনা এক লোক এলো। নবিজি তাকে এই প্রথম দেখলেন। এর আগে কখনও দেখেননি। তিনি হলেন ফেরেশতা জিবরীল । আল্লাহ তাঁকে ওহি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তিনি নবিজিকে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! পড়ুন।'

নবি মুহাম্মাদ বললেন, 'আমি তো পড়তে জানি না।'

জিবরীল (আ) নবিজির সাথে বুক মেলালেন। খুব জোরে চাপ দিলেন। নবিজি সহ্য করতে পারছিলেন না। তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। এরপর জিবরীল তাঁকে ছেড়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! পড়ুন।'

নবিজি বললেন, 'আমি তো পড়তে জানি না।'

জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আবারও নবিজিকে চাপ দিলেন। এরপর ছেড়ে দিলেন। তারপর বললেন, ‘পড়ুন।’

নবিজি বললেন, ‘আমি তো পড়তে জানি না।’

তৃতীয়বারও জিবরীল (আলাইহিস সালাম) একই কাজ করলেন। নবিজিকে চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলেন। তারপর বললেন, ‘পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন... ।’

সূরা আলাকের প্রথম আয়াতগুলো তিনি শোনালেন। নবিজি তন্ময় হয়ে শুনলেন।

এভাবেই নবিজির ওপর প্রথম ওহি নাযিল হলো। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) চলে গেলেন। নবিজি ভয় পেয়ে গেলেন।

তিনি দ্রুত বাড়ি ফিরে এলেন। এসে তাঁর স্ত্রীকে বললেন, ‘খাদিজা! আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও।’

খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন। নবিজি তাঁকে সবকিছু খুলে বললেন। সব শোনার পর খাদিজা বললেন, ‘আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আপনাকে কখনোই অপমানিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন। মেহমানদারি করেন। গরিবদের সাহায্য করেন। ভালো কাজে সহযোগিতা করেন।’

নবিজির ভয় কেটে গেল। তিনি স্থির হলেন। এরপর তাঁরা ওয়ারাকার কাছে গেলেন।

ওয়ারাকা ছিল খাদিজার চাচাতো ভাই। তার পূর্ণ নাম, ওয়ারাকা ইবনু নাওফাল। ওয়ারাকা চোখে দেখতেন না। তিনি ছিলেন অন্ধ। অনেক বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ইনজীল কিতাবের আলিম।

নবিজি ওয়ারাকার সাথে কথা বললেন। ওয়ারাকা জিজ্ঞেস করলেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি কী দেখেছেন?'

নবি মুহাম্মাদ ﷺ সবকিছু খুলে বললেন। সব শোনার পর ওয়ারাকা বললেন, 'আপনার কাছে জিবরীল এসেছিলেন। আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল। হায়, আজ যদি আমি যুবক হতাম! তবে তো আপনাকে সাহায্য করতে পারতাম।'

ওয়ারাকার কথা শুনে নবিজি আশ্বস্ত হলেন। বাড়িতে ফিরে এলেন।

এর কিছুদিন পর থেকেই জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আসতে লাগলেন। কুরআন নাযিল হতে লাগল। কখনও এক আয়াত, কখনও দু আয়াত, কখনও-বা পূর্ণ সূরা... এভাবে ২৩ বছর ধরে কুরআন নাযিল হলো।

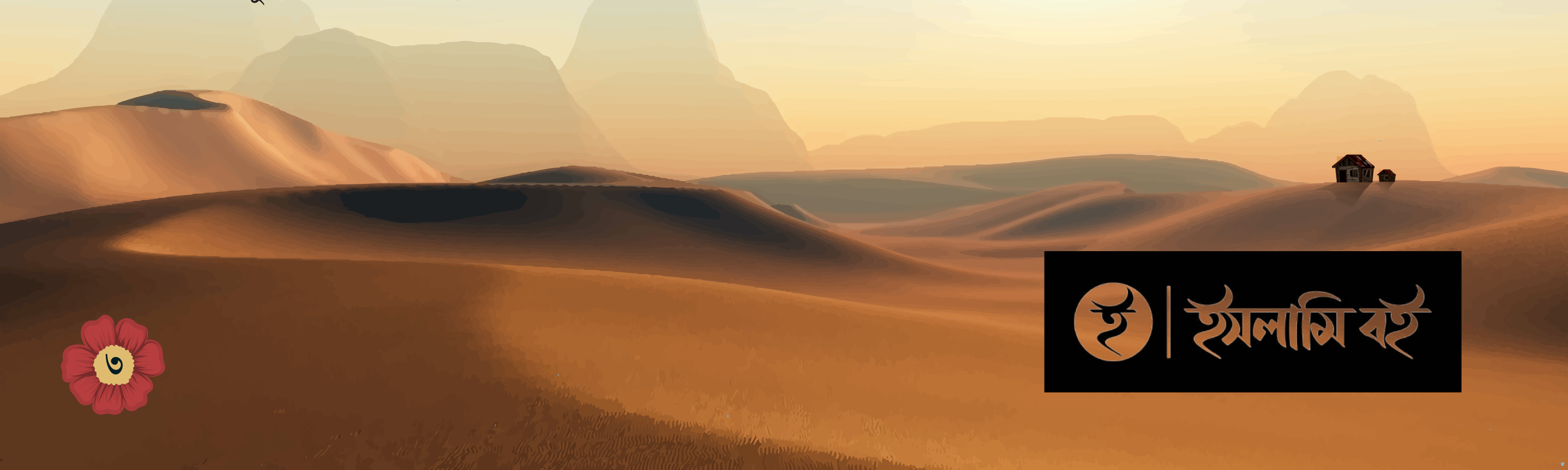

ই | ইসলামি বই

জিবরীল যেভাবে বলতেন, নবিজি সেভাবেই কুরআন মুখস্থ করতেন। কোন আয়াত কোন সূরায় বসবে, কোন আয়াতের পর কোন আয়াত হবে, জিবরীল তা বলে দিতেন। নবিজি সেটা সাহাবিদের জানিয়ে দিতেন। সাহাবিরা চামড়া, হাড় ও পাথরে কুরআন লিখে রাখতেন। কখনও গাছের ছাল কিংবা কাগজের পাতায় লিখতেন। আর নিজেরাও মুখস্থ করে রাখতেন। এভাবেই কুরআন মাজীদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে।

কুরআন হলো সর্বশেষ ওহি বা আসমানি কিতাব। এরপর আর কোনো কিতাব আসবে না। আর মুহাম্মাদ হলেন সর্বশেষ নবি। তাঁর পরে আর কোনো নবি আসবেন না।

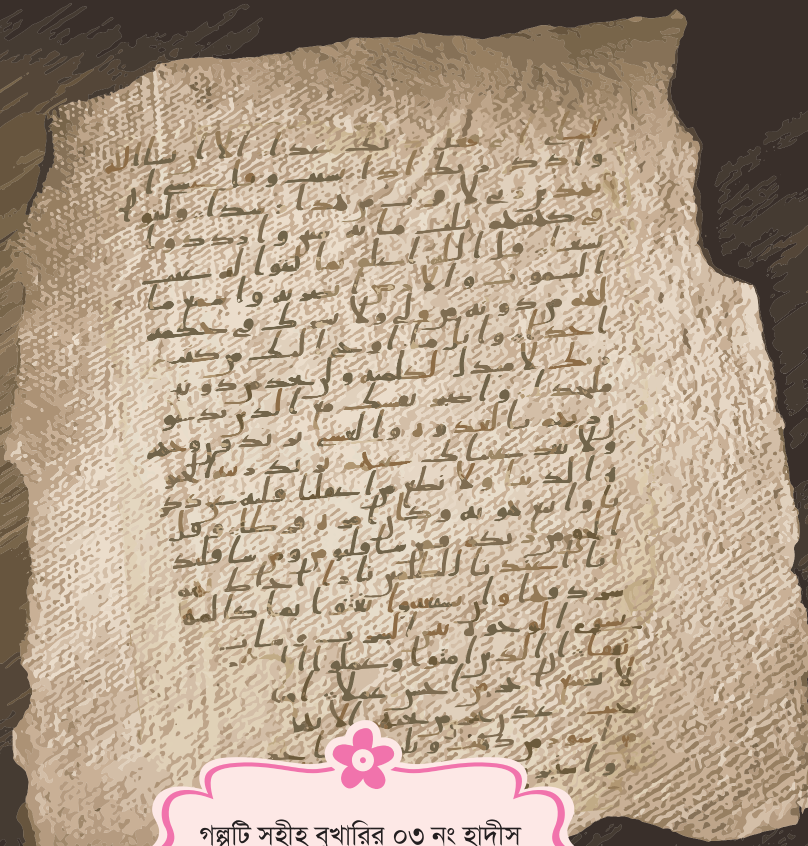

গল্পটি সহীহ বুখারির ০৩ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

৩

পারল না কেউ চ্যালেঞ্জ নিতে

কুরাইশদের মাঝে একজন বড় কবি ছিল। তার কবিতা শুনে সবাই অবাক হতো। কাফিররা তাকে অনেক ভালোবাসত। তার নাম ছিল ওয়ালিদ ইবনু মুগিরা।

কুরাইশরা একবার তাকে নবিজির কাছে পাঠাল।

ওয়ালিদ নবিজির কাছে গেল। নবিজিকে ইসলামের দাওয়াত বন্ধ করতে বলল। নবিজি তার কথায় সাড়া দিলেন না। তাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনালেন।

তিলাওয়াত শুনে ওয়ালিদ চুপ হয়ে গেল। কুরআনের আয়াত ওয়ালিদকে নাড়া দিল। তার মন একবাক্যে সায় দিল, এটা কোনো কবির কথা নয়। এটা আল্লাহর বাণী।

ওয়ালিদ নবিজির ওখান থেকে ফিরে এলো। এরপর কুরাইশদের কাছে গেল। গিয়ে বলল, ‘মুহাম্মাদ যা পড়ে, তা কোনো কবিতা নয়। এটা আল্লাহর কালাম।’

কুরাইশ সর্দাররা দেখল, কী মুশকিল! ওয়ালিদকে পাঠানো হলো ইসলামের দাওয়াত বন্ধ করার জন্য। সে-ই কিনা ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দিচ্ছে! ওয়ালিদ ইসলাম গ্রহণ করলে তো বিপদ! পুরো মক্কার লোকজন ইসলাম গ্রহণ করে ফেলবে!

আবূ জাহলের মাথায় শয়তানি বুদ্ধি কিলবিল করত। সে একটা ফন্দি আঁটল। ওয়ালিদের কাছে এসে বলল, 'তুমি নাকি খাবারের লোভে মুহাম্মাদের কাছে যাও? এসো আমার সাথে। কুরাইশরা তোমার জন্য খাবার তৈরি করেছে। ওগুলো খাও। তবুও মুহাম্মাদের কাছে যেয়ো না।'

ওয়ালিদ রেগে গেল। সে হাঁক ছেড়ে বলল, 'তুমি জানো না, আমি অনেক ধনী?'

আবূ জাহল বলল, 'ওসব হুমকি-ধামকি ছাড়ো। তোমাকে আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করব না। যদি প্রকাশ্যে মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে কথা বলো, তবেই কেবল বিশ্বাস করব।'

ওয়ালিদ বলল, 'পুরো মক্কায় আমিই প্রধান কবি। আমার চেয়ে বড় কোনো কবি নেই। আর আমি জানি—মুহাম্মাদ যা বলে, তা কবিতা নয়। কথাগুলো অন্যরকম।
ওগুলো আল্লাহর কালাম।'

আবূ জাহল বলল, ‘সে যা-ই হোক! তাঁর বিরুদ্ধে তোমাকে কিছু বলতেই হবে। নয়তো তোমার কোনো কথাই বিশ্বাস করব না।’

ওয়ালিদ এবার চিন্তায় পড়ে গেল। তা হলে কী বলা যায়! সে ভাবতে থাকল। ভেবে-চিন্তে বলল, ‘সবাইকে বলে দাও, এটা হলো জাদু।’

এরপর থেকে কাফিররা কুরআনকে জাদু বলতে লাগল।

আল্লাহ ওদের কথায় অসন্তুষ্ট হলেন। ওদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন। কুরআন যদি জাদু হয়, তা হলে কুরাইশরা যেন আরেকটা কুরআন রচনা করে আনে।

কুরাইশরা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারল না।

আল্লাহ তাদেরকে দশটি সূরা লিখে আনতে বললেন। তারা সেটিও পারল না।

তখন আল্লাহ তাদেরকে বললেন, তোমরা একটি সূরা বানিয়ে আনো। প্রয়োজন হলে জিনদের ডাকো। সবাই মিলে চেষ্টা করো। তবুও একটি সূরা বানিয়ে দেখাও। কাফিররা তাও পারল না।

কুরআনের এই চ্যালেঞ্জ এখনও আছে।

যারা কুরআনকে অস্বীকার করে, তাদেরকে চ্যালেঞ্জটি শুনিয়ে দাও। ওরা কিয়ামাত পর্যন্ত চেষ্টা করুক। যুগ যুগ ধরে চেষ্টা করুক। কিন্তু কেউই পারবে না।

পারবে কী করে! কুরআন হলো আল্লাহর বাণী। কোনো মানুষের পক্ষে এটা রচনা করা অসম্ভব। কুরআনের একটি শব্দও মানুষের বানানো নয়। প্রতিটি শব্দই আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন।

বন্ধুরা! কুরআনের একটি শব্দও কেউ যদি অস্বীকার করে, কোনো আয়াত নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করে, তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

গল্পটি তাফসীর ইবনু কাসীর (৩/৬০) অনুসারে সাজানো হয়েছে।

৫

শুনলে কুরআন জুড়ায় প্রাণ

মুসলিমরা একসময় খুব দুর্বল ছিল। তারা গোপনে আল্লাহর ইবাদাত করত। ইসলামের দাওয়াত দিত। তাঁদের দাওয়াতে কিছু মানুষ ঈমান এনেছিল। এটা দেখে অনেকেই হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরছিল। উমার ছিল তাদেরই একজন।

আরবের বীরযোদ্ধা ছিলেন উমার! তার মনে ইসলামের প্রতি ছিল চরম ঘৃণা। উমার দেখলেন, মুহাম্মাদকে কোনোভাবেই থামানো যাচ্ছে না। প্রতিদিন তাঁর দাওয়াত ছড়িয়ে যাচ্ছে। মানুষজন ইসলাম কবুল করছে। তাই তিনি নবিজিকে হত্যার পরিকল্পনা করলেন।

উমার ঘোড়ায় চড়ে বের হলেন। হাতে তার খোলা তলোয়ার। পথিমধ্যে এক ব্যক্তির সাথে তার দেখা হলো। সে বলল, ‘কোথায় যাচ্ছ উমার?’

উমার জবাব দিল, ‘মুহাম্মাদকে হত্যা করতে যাচ্ছি!’

লোকটি বলল, ‘মুহাম্মাদকে হত্যা করলে কি তুমি বাঁচতে পারবে? তাঁর গোত্রের লোকেরা তোমাকে ছেড়ে দেবে?’

উমার বললেন, ‘মনে হচ্ছে, তুমিও মুহাম্মাদের দলে যোগ দিয়েছ!’

লোকটি বলল, ‘আরে, যাও যাও। আগে নিজের ঘর সামলাও। তোমার বোন যে ইসলাম কবুল করেছে, সে খেয়াল আছে?’

উমারের মাথায় যেন বাজ পড়ল। সে রেগেমেগে বোনের বাড়িতে গেল। খাব্বাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সেখানে কুরআনের তালিম দিচ্ছিলেন। উমার বাইরে থেকে তালিমের আওয়াজ শুনতে পেল। দরজায় গিয়ে ডাক দিতেই সবাই সতর্ক হয়ে গেলেন। খাব্বাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) দ্রুত আড়ালে চলে গেলেন। এরপর দরজা খোলা হলো। উমার ভেতরে ঢুকল। বোন ও তার স্বামীকে দেখতে পেল। তারপর উমার জিজ্ঞেস করল, ‘কী নিয়ে আলোচনা করছিলে তোমরা?’

তাঁরা বললেন, ‘না, তেমন কিছুই না। আমরা কথা বলছিলাম।’

উমার বলল, ‘তোমরা নাকি ইসলাম কবুল করেছ?’

তাঁরা বললেন, ‘হে উমার! ইসলাম তো সত্য দ্বীন।’

এ কথা শুনে উমার ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। দুজনকে শক্ত করে বেঁধে রাখল। উমারের বোন জোরে জোরে কালিমা পড়তে লাগলেন। এটা দেখে তার মনে দয়া হলো। সে বাঁধন খুলে দিল। এরপর বলল, ‘তোমরা কী নিয়ে আলোচনা করছিলে, আমাকে একটু দেখাও তো।’

বোন বললেন, ‘আমরা যা পাঠ করছিলাম, সেটা নাপাক লোক স্পর্শ করতে পারে না। আপনি মুশরিক। নাপাক। আগে পবিত্র হয়ে আসুন।’

facebook.com/groups/islamiboiBD

উমার পবিত্র হয়ে এলো। এরপর সূরা ত্ব-হা পড়তে শুরু করল। তার হৃদয় জুড়িয়ে গেল। সে বুঝতে পারল, এটা কোনো মানুষের বাণী নয়। এটা আল্লাহর কালাম। আর মুহাম্মাদ আল্লাহর নবি। সে বলল, ‘আমাকে মুহাম্মাদের কাছে নিয়ে যাও। আমি তাঁর সাথে দেখা করব।’

এ কথা শুনে খাব্বাব সামনে এলেন। এসে বললেন, ‘হে উমার! আল্লাহর নবি তোমার জন্য দুআ করেছিলেন। আল্লাহ হয়তো সে দুআ কবুল করেছেন।’

উমার দ্রুত নবিজির কাছে ছুটে গেল। সাহাবিরা তাকে দেখে সতর্ক হয়ে গেলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, উমার হয়তো নবিজিকে হত্যা করতে এসেছে। হামযা উমারকে ধমকি দিলেন। তলোয়ার উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

নবিজি বললেন, ‘উমারকে আসতে দাও।’

নবিজি উমারের জন্য দুআ করলেন। তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহ! তুমি উমারের অন্তর থেকে ঘৃণা বের করে দাও। তার অন্তরে ঈমানের নূর দান করো।’

এ দুআটি তিনবার করলেন। এরপর উমারের বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন। উমারের মনে আবেগ তৈরি হলো। ইসলামের প্রতি ভালোবাসা জন্ম নিল। উমার সাক্ষ্য দিল, ‘আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আন্নাকা রাসূলুল্লাহ।”

এ দৃশ্য দেখে সাহাবিরা খুশি হলেন। তাঁরা উঁচু আওয়াজে তাকবীর দিতে লাগলেন। ‘আল্লাহু আকবার’ ‘আল্লাহু আকবার’ বলতে লাগলেন। কা’বা থেকেও লোকেরা এই আওয়াজ শুনতে পেল।

বন্ধুরা! দেখলে তো, কুরআনের কত প্রভাব!

উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন ইসলামের চরম শত্রু। কিন্তু কুরআন পড়েই তিনি ইসলামের পরম বন্ধু হয়ে গেলেন।

কুরআনের প্রভাব মক্কার মুশরিকদের অন্তরেও পড়েছিল।

নবিজি একবার কা’বার চত্বরে ছিলেন। সূরা নাজম তিলাওয়াত করছিলেন। হঠাৎ সাজদার আয়াত এলো। নবিজি সাজদা করলেন।

ওখানে মুশরিকরাও দাঁড়িয়ে ছিল। নবিজির তিলাওয়াত শুনছিল। নবিজি যখন সাজদা করলেন, মুশরিকরাও সাজদা করল। নিজেদের অজান্তেই আল্লাহর সামনে তারা নত হয়ে গেল। কারণ, কুরআনের প্রভাব তাদের অন্তরে পড়েছিল। তাদের পাষাণ হৃদয়েও ঝাঁকুনি দিয়েছিল।

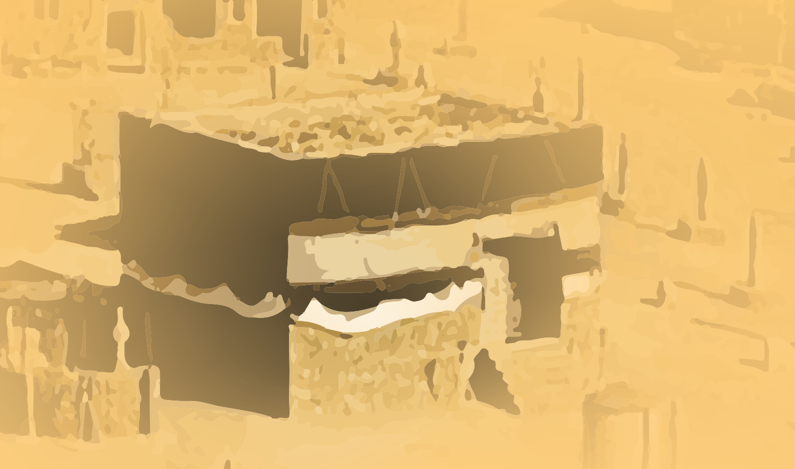

গল্পটি সহীহ বুখারির ৩৮৬২ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে